০৯-০৩-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সত্য বাবার সঙ্গে সত্যপরায়ণ হয়ে থাকো তাহলে প্রতি পদক্ষেপে পদ্মগুন উপার্জন জমা হতে থাকবে"

প্রশ্নঃ- কোন্ প্রাপ্তি ভগবান ব্যতীত অন্য কেউ করাতে পারবে না ?

উত্তর :- মানুষের চাহিদা থাকে শান্তি বা সুখ প্রাপ্ত হোক। শান্তি প্রাপ্ত হয় মুক্তিধামে এবং সুখ প্রাপ্ত হয় জীবন মুক্তিতে। তো মুক্তি ও জীবনমুক্তি এই দুয়ের প্রাপ্তি ভগবান ব্যতীত অন্য কেউ করাতে পারেনা। বাচ্চারা তোমাদের এখন এমন বিভ্রান্ত আত্মাদের প্রতি দয়া অনুভব হওয়া উচিত। তারা ভাগ্যহীন হয়ে পথ খুঁজছে , হয়রান হচ্ছে। তাদের পথ দেখাতে হবে ।

গীত : ন্যায়ের পথে বাচ্চারা দেখাও তোমরা এগিয়ে, এই দেশ হল তোমাদের কালকের.....

ওম্ শান্তি। এই গীতটি হল বাচ্চাদের জন্যে কারণ সত্যের পথে সত্য বাবার নির্দেশ অনুযায়ী বাচ্চারা এগিয়ে চলেছে। তারপর কেউ ভালো করে চলে , কেউ চলেনা। যে চলবে সে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। না চললে সে উঁচু পদ প্রাপ্ত করবেনা। পিতা বা প্রিয়তমের সঙ্গে সততা পরায়ণ হয়ে থাকতে হবে কারণ ওঁনার সত্য মত প্রাপ্ত হয়। অন্যরা সব মিথ্যা মতামত দেয়। মানুষ, মানুষকে মিথ্যা মতামত দেয়। গায়নও আছে মিথ্যা মায়া মিথ্যা কায়া .... এখানে সবই মিথ্যা। সত্যখণ্ডে মিথ্যা হয়না। যে সত্যখণ্ডের জন্যে তোমরা পুরুষার্থ করছ। সুতরাং বাচ্চাদের বাবার সঙ্গে খুব সত্য হয়ে থাকতে হবে। তিনি হলেন বেহদের পিতা। সত্য হয়ে থাকলে প্রতি পদক্ষেপে পদ্মগুন উপার্জন করে পদমপতি হতে থাকবে। মিথ্যুক পদমপতি হতে পারবেনা। অর্থাৎ বাবাকে মিথ্যা বলা খুব খারাপ। সর্বদা সত্য হয়ে থাকা উচিত , নাহলে সত্যখণ্ডে এত উঁচু পদ প্রাপ্ত হবেনা। আচ্ছা, এই হল বাচ্চাদের প্রতি সাবধানী বার্তা।

এবারে বাচ্চাদের কাউকে বোঝানোর উপায় শিখতে হবে যে অবুঝ কে কিভাবে বোঝাবে। অবুঝ কেন বলা হয় ? কারণ মানুষ বোঝেনা। বলে যে মানুষ সৃষ্টির রচয়িতা হলেন পরমাত্মা । কিন্তু রচনা এই কথা জানেনা যে তাদের রচয়িতা কে । ভক্তি ইত্যাদি করে -- শান্তি অথবা সুখের জন্য। পূর্বে আমরাও এমন করতাম , যখন বাবাকে পাইনি। কৃষ্ণের ভজন গায়, তাঁকে স্মরণ করে, তাঁকে প্রসন্ন করতে সাধনা করে, কিন্তু তাঁর কাছে কি চাই, তা জানা নেই। আমাদের রচয়িতা কে, কিছু জানা নেই। তোমরা বাচ্চারা জানো যত দিন বাবার পরিচয় জানা ছিলনা আমরাও অনেক রকমের সাধনা, ভক্তি করেছি। করতে করতে তার পরিণাম কি হয়েছে ? কিছুই না। সৃষ্টিকে তো তমো প্রধান হতেই হবে। তাহলে এত যে সাধনা করা হয় তার পরিবর্তে কি লাভ হয় , সেসব বিচার করাই হয়না , এখন জ্ঞান হয়েছে যে কিছুই প্রাপ্তি হয়না। কি চাই -- সে কথা কারো বুদ্ধিতে নেই। সন্ন্যাসীরা বলবে নির্বাণ ধামে যাওয়ার জন্যে আমরা সাধনা করি। কিন্তু সে তো তখন সম্ভব যখন পথের ঠিকানা জানা থাকবে , একবার গিয়ে ঘুরে এসেছে তবে তো ঠিকানা বলতে পারবে, অর্থাৎ কেউ তো পথের ঠিকানা বলতে পারেনা। যারা এসেছে তাদের পুনর্জন্ম নিতে হয় । অন্তিম সময় পর্যন্ত পুনর্জন্ম নিতে হবে। যতক্ষন না সৃষ্টির বিনাশ হচ্ছে বা সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ জর্জরিত হচ্ছে ততক্ষণ সবাইকে থাকতে হবে। মানুষ অনেকের জন্যে ভাবে, অমুক জ্যোতি জ্যোতিপুঞ্জে মিশেছে,

বৈকুন্ঠবাসী হয়েছে বা স্বর্গে গেছে। বাস্তবে স্বর্গে তো কেউ যায়না। স্বর্গ কোথায়, নির্বাণ ধাম কোথায়, সেখানে কি হয়, সেখানে গিয়ে ফিরে আসা যায় কবে ! কিছুই জানেনা। তোমরা সবকিছু জানো নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। কেউ যদি আসে তবে তাকে জিজ্ঞাসা কর তোমরা কি চাও ? গুরুর কাছে মনস্কামনা কি কর ? বাস্তবে তাদের মনস্কামনা তোমরা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীরা জানো। মনের কামনা কি রাখা উচিত, কি প্রাপ্তি করার কামনা রাখা উচিত -- সেও কেউ জানেনা। এখানে কিছুই ভালো লাগেনা, তাহলে এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে সাধনা করে। এবারে যাওয়ার জন্যে দুটি ধাম আছে নির্বাণ ধাম বা শান্তিধাম। সেখানে আত্মারা নিবাস করে। তোমরা কি সেই ধামে যেতে চাও ? বাচ্চারা তোমাদের তাদের প্রতি করুণা হওয়া উচিত। তারা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরছে। পথ জানা নেই। গাইড হলেন একজন। তিনি সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে সুখধামে নিয়ে যান বা জীবনমুক্তি প্রদান করেন একজন-ই। তিনি যতক্ষন আসছেননা ততক্ষণ কারো মুক্তি-জীবনমুক্তির প্রাপ্তি হয়না। এই দুই সম্পত্তি একমাত্র বাবার কাছে আছে। যতক্ষণ ভগবান নিজে ভক্তের কাছে না আসেন ততক্ষণ সেসব প্রাপ্তি হতে পারেনা। স্বর্গে সুখ ও শান্তি দুটোই আছে। শান্তি কেন বলা হয়েছে ? কারণ সেখানে লড়াই ঝগড়া ইত্যাদি হয়না। যদিও প্রকৃত শান্তিধাম হল নির্বাণ ধাম। যেখানে সব আত্মারা শান্ত থাকে, তারপর আত্মারা যখন অর্গ্যান্স প্রাপ্ত করে তখন কথা বলে। অর্থাৎ সেখানে সুখ শান্তি দুই-ই আছে। সুখ হয় সম্পত্তি দ্বারা। সেখানে অর্থাৎ সত্যযুগে তো সম্পত্তি অনেক আছে। এখানে সম্পত্তি নেই তাই মানুষ রুটিও পরিশ্রম করে খায়। সম্পত্তি থাকলে বিমান, বিশাল মহল ইত্যাদি সবই হল বৈভব। অর্থাৎ সম্পত্তিও চাই , শান্তিও চাই। সুস্থ শরীরও চাই। এইসব কিছু বাবা প্রদান করেন। বোঝান হয় এই কলিযুগ হল দুঃখ ধাম। নতুন দুনিয়া হল সুখধাম। সেখানে দুঃখ হয়না। পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সেখানে সব আছে। দ্বিতীয় হল মুক্তিধাম, সেখানে কেউ সর্বদা থাকতে পারেনা। পুনর্জন্ম নিয়ে পার্ট প্লে করতেই হবে। ততক্ষণ পরম ধামে থাকবে যতক্ষন পার্টে নামছে। সত্যিকারের মিষ্টি মধুর নিবাসের কথা স্মরণ করে , নাটকে সর্বদা নম্বরের সীমা থাকে। অমুক ড্রামায় এতজন অ্যাক্টর, এইসব তো অনাদি তৈরি করা ড্রামা। সীমিত নম্বর রয়েছে , ভারতে ৩৩ কোটি দেবতাদের লিমিট আছে। এইসময় অনেকে কনভার্ট হয়ে গেছে। তাই যে আসবে তাকে সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করতে হবে কি ইচ্ছে নিয়ে এসেছ ? কি চাও ? দর্শন করে কোনো লাভ তো হয়না। গুরুর কাছে কিছু ইচ্ছে নিয়ে যায় সবাই। একটি ইচ্ছে থাকে কিছু প্রাপ্তি হোক। আশীর্বাদ প্রাপ্ত হোক , কেউ চায় এমন পথ বলে দাও যাতে সর্বদা শান্তিতে থাকতে পারি। মন বড় চঞ্চল । বলো শান্তি তো পরমধামে প্রাপ্ত হবে। এক হল শান্তিধাম , দ্বিতীয় হল সুখধাম , তৃতীয় হল দুঃখধাম। তোমরা কি চাও তবে আমরা বলি এই সাধনা বা ওই পুরুষার্থ কর। সাধনা বা পুরুষার্থ একই কথা। ভক্ত সাধনা করে অন্যত্র যাওয়ার জন্যে অথবা পরম ধামে ফিরে যাওয়ার জন্যে। মোক্ষ তো কেউ প্রাপ্ত করেনা। এই হল তৈরি করা ড্রামা। সন্ন্যাসীদের নিজের সন্ন্যাসী ধর্মে আসতেই হবে। ক্রিস্টিয়ান ধর্ম ক্রাইস্টের দ্বারা স্থাপন হবে । সত্যযুগ, নতুন দুনিয়ায় পবিত্রতা , সুখ, শান্তি সব আছে, তাকে বলা হয় সুখধাম, শিবালয়। এই হল বৈশ্যালয়। তোমরা কি চাও ? শান্তি চাও ? সে তো শান্তিধামে প্রাপ্ত হবে। তাও তখন যতক্ষন সুখধামের অর্থাৎ দেবী দেবতাদের পার্ট আছে। তারপর তো সবাইকে নম্বর অনুযায়ী পার্ট প্লে করতে আসতে হবে। তোমরাও পুরুষার্থ করলে বৈকুন্ঠে যাবে। ভারত বৈকুন্ঠ ছিল , এইভাবে বলা উচিত। বর্সা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার বাবার কাছে প্রাপ্ত হয়। তিনি এসে বাচ্চাদের আসল পরিচয় দেন। পিতা না হলে সন্তানের পরিচয় হবে কিভাবে। এমন তো নয় যে বুঝবে আমরা হলাম ভগবানের সন্তান। যদি এমন হয় তবে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে বলো তো ভগবান কি রচনা করেন ? তিনি তো স্বর্গের রচনা করেন। তাহলে তোমরা নরকে ধাক্কা কেন

খাও , তখন ৮৪ জন্ম বলতে হয়। ভগবান তোমাদের স্বর্গে পাঠিয়েছেন তারপর ৮৪ জন্ম নিয়ে এখন নরকে এসে পড়েছ। এখন ৮৪ জন্ম পুরো হয়েছে। তোমরা এইসব জানোনা আমরা বলি। তোমরা প্রথমে স্বর্গে ছিলে পরে ৮৪ জন্ম ভোগ কর। এখন বাবা ও স্বর্গকে স্মরণ করো। পদ্মফুলের মতন পবিত্র থাকতে হবে। সন্ন্যাসীদেরও বোঝাতে হবে, তোমাদের হল হঠযোগ। এই হল রাজ যোগ। গৃহস্থে থেকে পদ্ম ফুলের মতন থাকতে হবে। এই হল প্রবৃত্তি মার্গ। তোমাদের পথ আলাদা, নিবৃত্তি মার্গের অর্থাৎ সন্ন্যাস ধর্মের। এই হল প্রবৃত্তি মার্গ জীবন মুক্তি প্রাপ্ত করার। আমাদেরও বাবা বলে দিয়েছেন। এবারে তোমরা বাবাকে স্মরণ কর তাহলে অন্তিম কালে যে মতি সেই অনুযায়ী গতি হবে। বিকর্মের বোঝা তখন বিনাশ হবে যখন বাবাকে স্মরণ করবে। এই দুটি স্থান আছে যেখানে সুখ শান্তি প্রাপ্ত হয়। তোমাদের কি চাই ? তোমরা কি স্বর্গে যেতে চাও ?

গায়ন আছে তুমি আমাদের মাতা-পিতা.... যদি ঘন সুখ চাই তো গৃহস্থে থেকে রাজ যোগ শেখ। পবিত্র থাকতে হবে তারপর দুজনের মধ্যে যে থাকবে, কোনো বন্ধন নেই। স্বর্গের মালিক না হতে চাইলে বাঁধবে কি করে, বাবা ও বর্সাকে স্মরণ করতে হবে, পবিত্র থাকতে হবে। এক সন্ন্যাসী লিখেছিলেন আমি সাধু কিন্তু পথের পুরো ঠিকানা আমার জানা নেই। শুনেছি আপনারা পথ বলে দেন । আমি কি করি ? আমি আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হলে ফলোয়ার্স দের সঙ্গে আসব। কিন্তু এভাবে কেউ হতে পারেনা। তারা ভাবে ফলোয়ার্স দের যা বলা হবে তারা সেসব পালন করবে। কিন্তু এমন তো হয়না। বি. কে.দের নাম শুনেই বলবে এদের জাদু লেগেছে। হ্যাঁ , কেউ কেউ বেরিয়ে আসে, কিন্তু আমরা কখনও সন্ন্যাসীদের আশ্রম হাতিয়ে নেবনা। ধরে নাও কেউ বুঝল যে এই পথ ভালো, তাহলে কি আমরা তাদের আশ্রমের রক্ষণাবেক্ষণ করব কি ? কুমারীরা গিয়ে ভাষণ করবে , যদি পছন্দ হয় তবে থাকবে। বাকি আশ্রম নিয়ে আমরা কি করব ? তারা লেখে আমরা এসে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি ? তখন তাদের উত্তর দেওয়া উচিত তোমরা সাধনা কর কোথায় যাওয়ার জন্যে ? মুখ্য উদ্দেশ্য টি কি ? কার সঙ্গে দেখা করতে চাও ? কোথায় যেতে চাও ? তোমরা হলে হঠ যোগী সন্ন্যাসী , আমাদের এই হল রাজ যোগ। পরম পিতা পরমাত্মা আমাদের শিক্ষা প্রদান করেন। এই কলিযুগ হল দুঃখ ধাম , সত্যযুগ হল সুখ ধাম। কলিযুগে দেখো অনেক ধর্ম , কত লড়াই ঝগড়া। সত্যযুগে হল একটি ধর্ম। ঐ হল সতো প্রধান দুনিয়া। যথা রাজা রানী তথা প্রজা , সবাই সতো প্রধান। এখানে আছে যথা রাজা রানী তথা প্রজা, সবাই তমো প্রধান। এই হল কাঁটার জঙ্গল , ঐটি ফুলের বাগান। সুতরাং পথ আছে দুটো। হঠযোগ ও রাজ যোগ। এই রাজ যোগ হল স্বর্গের জন্যে। রাজার রাজা হবে স্বর্গে। স্বর্গ স্থাপনা করেন পরমপিতা পরমাত্মা । তিনি রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করেন। সন্ন্যাসীরা বলে আমরা সন্ন্যাস ধর্মে থাকব তাহলে এই জ্ঞান প্রাপ্ত করা হবেনা। গৃহস্থে থাকতে হবে। এই হল নিয়ম যা ছেড়ে পালিয়েছ তার-ই কল্যাণ করতে হবে। প্রথমে তুমি ভালো করে বোঝ তারপরে হবে চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম। তোমরা স্ত্রীকে ত্যাগ করেছ। যদি বা বাল ব্রহ্মচারী হও তবে মাতা-পিতাকে ত্যাগ করেছ, তাদেরও বোঝাতে হবে। নিয়ম তো প্রথমে বোঝাতে হবে।

পুরানো দুনিয়াকে নতুন করার কাজ তো একমাত্র বাবার। বাবাকে পরমধাম থেকে আসতে হয়। তিনি পতিতদের পবিত্র করেন, নরককে স্বর্গে পরিণত করেন। স্বর্গে বাস করেন দেবী দেবতা। বাকিরা সবাই নির্বাণ ধামে বাস করে। সবাইকে সুখ শান্তি প্রদান করেন যিনি, তিনি একমাত্র বাবা। বাবা আসেন এক ধর্মের স্থাপনা করে অন্য সব ধর্মের বিনাশ করতে এবং তখন সবাই পরমধামে

বাস করবে। এই হল বিনাশের সময়। সবাই হিসাব নিকেশ পূর্ণ করে ফিরে যাবে। সব আত্মারা নিজের নিজের পার্ট প্লে করছে। কেউ কিছু জন্ম, কেউ কিছু জন্ম পার্ট প্লে করে। সবাইকে তমো প্রধান হতেই হবে। বাকি কেউ ফিরে যেতে পারেনা। আর না-ই মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। বাকি থাকল মুক্তি-জীবনমুক্তি, আমরা জীবনমুক্তির জন্যে পুরুষার্থ করি। এতে মুক্তিও রয়েছে। তোমরা যদি মুক্তি চাও তবে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা বাবার কাছে চলে যাবে। এই একটি পথ বাবা নিজে বলে দেন এবং স্ব দর্শন চক্রও ঘোরাতে হবে। পড়াশোনা করতে হবে তাহলেই স্বর্গে আসবে। সুতরাং সন্ন্যাসীদের তাহলে গৃহস্থে আসতে হবে, তার জন্যে সাহস চাই। এক জ্ঞানেশ্বর গীতা আছে যাতে লেখা আছে, একটি সন্তান জন্ম দিয়ে যদি সন্ন্যাস কর তাহলে বংশ বৃদ্ধি হবে। তাহলে তো কেউ বাল ব্রহ্মচারী হতে পারবেনা। বাল ব্রহ্মচারী ভীষ্ম পিতামহের খুব মান আছে। কিন্তু মানুষ তো একে অপরকে বিশ্বাস করেনা। ভাবে গৃহস্থে থেকে বিকারগ্রস্ত হবেনা, এতো অসম্ভব। কিন্তু তারা কি ভগবান সর্ব শক্তিবানের সাহায্য পেয়েছে। না কারো কাছে রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করে স্বর্গের স্থাপনা করার শক্তি আছে। সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্তি দিয়ে সুখে নিয়ে যাওয়া, পরমাত্মা ব্যতীত এই কর্ম কেউ করতে পারেনা। দুটি দরজার চাবি বাবার কাছে আছে। স্বর্গের দরজা খোলে সাথে মুক্তির দরজাও খোলে। মুক্তিতে না গিয়ে স্বর্গে আসবে কিকরে। দুই দরজা একসঙ্গে খোলে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) মুক্তির জন্যে বাবাকে স্মরণ করে বিকর্ম বিনাশ করতে হবে এবং জীবন মুক্তির জন্যে স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে, (এই অলৌকিক পাঠ) পড়তে হবে।

২) যারা পথ ভ্রষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়ায় দয়ালু হয়ে তাদের ঘরের পথ বলে দিতে হবে । মুক্তি ও জীবন মুক্তির বর্সা প্রত্যেককে বাবার থেকে প্রাপ্ত করাতে হবে।

বরদান :- সর্বদা বিজি থেকে প্রতি পদক্ষেপে পদ্মগুন উপার্জন কারী মায়াজিত হও

ব্যাখা: তোমরা বাচ্চারা ব্রাহ্মণ হয়েছ সর্বদা বিজি থাকার জন্যে, যারা বিজি থাকে তারা বড় বড় বিজনেসম্যান হয় তাদের প্রতি পদক্ষেপে পদ্মগুন উপার্জন জমা হয়। সম্পূর্ণ কল্পে এমন বিজনেস কেউ করতে পারেনা এবং যারা সদা বিজি থাকে তাদের কাছে মায়া আসেনা কারণ মায়াকে রিসিভ করার মতন সময় তাদের নেই । তাই সর্বদা এই রুহানী নেশায় থাকো যে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে পদ্ম আছে। কিন্তু এমন হবে যত নেশা তত নির্মাণ চিত্ত।

স্লোগান - নিজের সেবাকে বাবার সামনে অর্পণ করে দাও তাহলে সফলতা নিশ্চিত।